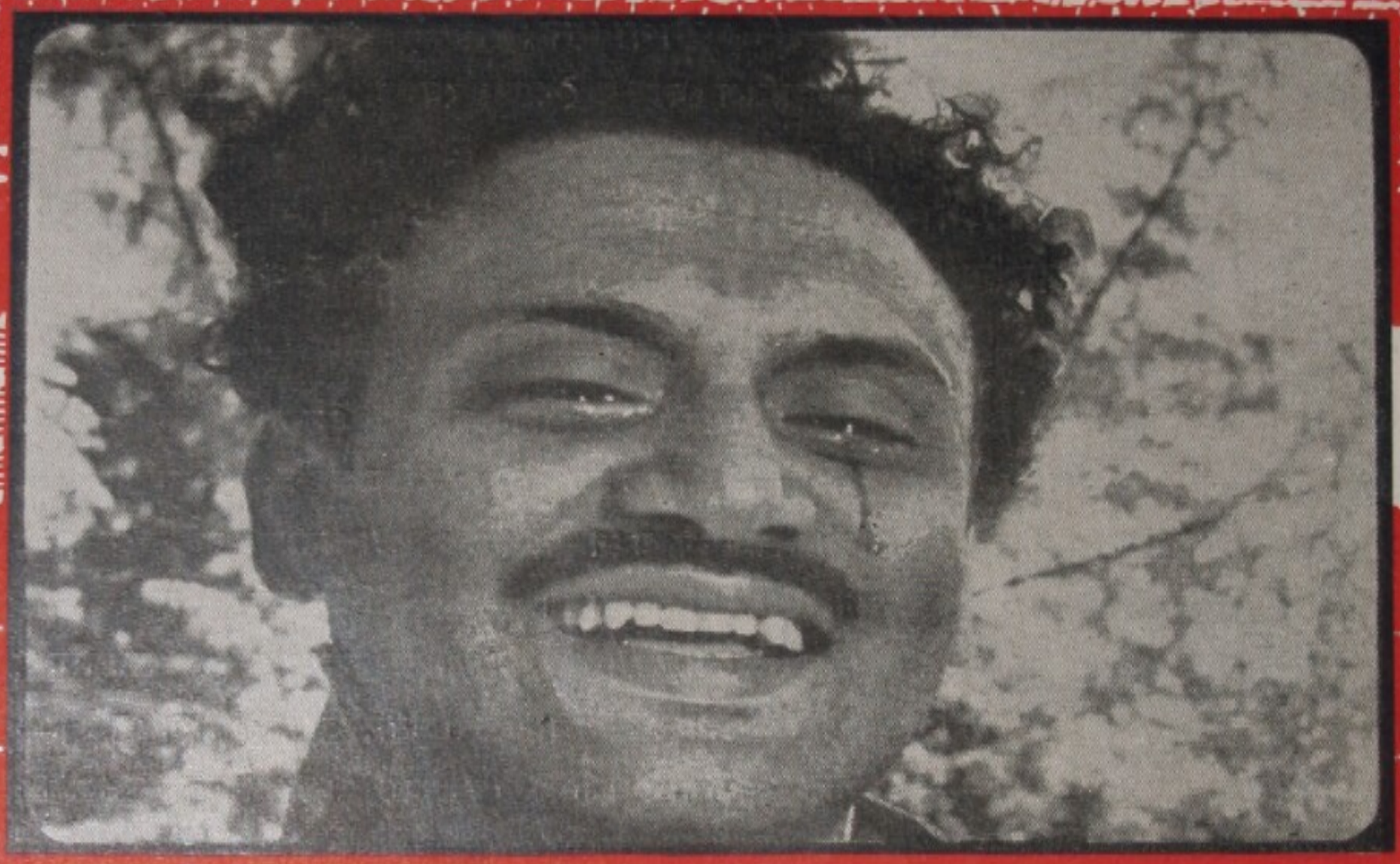

সুবোধ ঘোষের

অযান্ত্রিক

এল্, বি, ফিল্মস্ ইণ্টারন্যাশনাল-এর

তৃতীয় নিবেদন

অযান্ত্রিক

মূল কাহিনী—সুবোধ ঘোষ

কাহিনী সম্প্রসারণ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—ঋত্বিক কুমার ঘটক

সঙ্গীত—ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ। প্রযোজনা—প্রমোদ লাহিড়ী।

চিত্রশিল্পী—দীনেন গুপ্ত। শিল্পনির্দেশ—রবি চট্টোপাধ্যায়। শব্দযন্ত্রী—মৃণাল গুহ ঠাকুরতা।

সম্পাদনা—রমেশ যোশী। ব্যবস্থাপনা—অনিল ঘোষ ও শৈলেন ঘোষ। রূপসজ্জা—শক্তি সেন।

রসায়নাগারিক—কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। স্থিরচিত্র ও প্রচার—ক্যাপস্।

শব্দপুনর্লিখন—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। আদিবাসীবিশয়ক উপদেষ্টা—জুলিয়াস টীগা।

নৃত্য—আদিবাসী ধুমকুড়িয়া (রাঁচী) ও রাণীখাটাঙ্গা গ্রামের উরাওঁ গ্রামবাসীরা।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা ও সম্পাদনা—গোবিন্দলাল চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—সমীরণ দত্ত।

পরিচালনা—নিখিলেশ লাহিড়ী, শরদিন্দু রুদ্র ও অজিত লাহিড়ী। চিত্রগ্রহণ : সুনীল চক্রবর্তী, সৌমেন্দু রায়, কৃষ্ণধন চক্রবর্তী ও অন্য। শব্দ গ্রহণ—জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, রবীন সেনগুপ্ত, বিষ্ণু পরিধা ও কালী দাস। সম্পাদনা—অনিল দাস। শিল্পনির্দ্দেশ—সুরথ দাস। ব্যবস্থাপনা—ত্রৈলোক্য, পেরো মুণ্ডা (রতন), গোকুল। জগদ্দলের তত্ত্বাবধান—আর্থার স্মিথ, নিকুঞ্জ ব্যানার্জ্জি ও সন্তোষ দাস। আলোক সম্পাত—প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, কেষ্ট দাস ও অনিল দাস। দৃশ্য নির্মাণ—সুবোধ দাস, ছেদীলাল শর্ম্মা ও বর্জু মহান্তি। রূপসজ্জা—পরেশ।

টেক নিশিয়ানস্ ষ্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত। বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবোরেটরীজে পরিস্ফুটিত। আর, সি, এ ও ষ্ট্যান্সিল হফ্ম্যান শব্দগ্রহণ প্রণালী। মিচেল ও আরিফ্লেক্স ক্যামেরা।

ভূমিকায়

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ডি, জি,। সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান দীপক, দেবী নিয়োগী, সুশীল রায়, গোপাল সান্ন্যাল, বেচু সিংহ, লুথার টিগা, ভানু ঘোষ, গুপী বন্দ্যোপাধ্যায়, বচন সিং, নিখিলেশ লাহিড়ী, উমাপ্রসাদ মৈত্র, অমলেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান নলকুমার,

কাজল গুপ্ত (চট্টোপাধ্যায়), সীতা মুখোপাধ্যায়, আরতি দাস ও প্রসাদী।

ভারতে একমাত্র পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন।

পরিবেশনায় সত্বাধিকারী : লা'ব্রস্ ইণ্টারন্যাশনাল।

"অযান্ত্রিক"

জগদ্দল ট্যাক্সি।

বিমল ড্রাইভার।

ছোটনাগপুরের বিচিত্র আরণ্য প্রকৃতি আর আদিম অধিবাসীতে ভরা পাহাড় আর উপত্যকা। তারই কোল ঘেঁষে ছোট্ট শহর।

বিমল থাকে মানুষের মাঝেই, কিন্তু বাঁচে অন্যত্র। আশপাশের সবার কাছে সে একটা বদখেয়ালী বাতিকগ্রস্ত কিপ্‌টে ধরনের লোক,—সে তার ঐ বুড়ো গাড়ীটার ওপর এক উৎকট টানে পাগলের পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। গাড়ীটা নাকী তার কাছে একটা প্রাণী, তার সাধ আছে, আবদার আছে, অভিমানও আছে। লোকে শোনে আর হাসে। সামনে কেউ কিছু বলে না, ওর রাগ বড় বুনো ধরনের। একেবারে দুর্বাসা।

ওর কিন্তু আর একটা জীবন আছে। সেটা তার নিজের। সেই নিঃসঙ্গ একাকী জীবনে ঐ গাড়ীটাই একটা বিরাট ফাঁক ভরে রেখে দিয়েছে। যে বিমলের তিনকুলে কেউ নেই, যে ভালবাসা কাকে বলে কোন দিন জানল না—তার কাছে জগদ্দল একাধারে সেবক, বন্ধু আর অন্নদাতা। এই যন্ত্রপশুটা গত পনেরো বছর একাগ্র সাধনায় তাকে সেবা করে এসেছে, চিরকাল করবে।

জগদ্দল একটা প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। কদর্য সাজসজ্জা, মান্ধাতার আমলের কলকব্জা। যখন চলে—পথের মোষ ক্ষেপে ওঠে। তার দুরান্বাত ভৈরব হুম্বা শোনামাত্রই গরুর গাড়ীগুলো প্রাণপনে পালাতে থাকে। পানের দোকানের সোডার বোতল কাঁপে টুং টাং করে। আমরা বুঝি আর নাই বুঝি—বিমল আর জগদ্দল পরস্পরকে ভারী বোঝে। আড্ডা দিয়ে কাটে দুজনের অভিন্ন হয়ে।

কালিদাসের যক্ষ বিরহের জ্বালায় চেতন অচেতনের পার্থক্য ভুলেছিল, আমাদের বিমল মাষ্টার মিলনের আনন্দেই সেটা ভুলেছে।

একবার এক মেয়ে যাত্রী এসেছিল—নাম তার হাসি। এধরণের মানুষ বিমল দেখেনি। অন্য গ্রহের বাসিন্দা বলে তার মনে হল।

সে মেয়েকে অসহায় দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে বিমল পা পিছলে ছিল,—একটা পাথরে। হয়তো

কেমন একটু ইচ্ছে, একটু অনুভূতি জেগেছিল ঐ পাথরের মতই বিমলের মনে।

জগদ্দল রেগে গেল। হিংসেতে গরগর করতে থাকল।

নিরুপায় হাসিকে বিমল ট্রেনে তুলে দিতে স্টেসনে নিয়ে গেল। জানল, হাসির যাবার কোন জায়গা নেই। বিমল ভাবল—কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করল।

হাসি কিন্তু ট্রেন আসতেই চলে গেল। বিমল দ্বিধাভরে তাকে আটকাতে পারল না।

বাইরে এসে দেখে হাসির বড সাধের কাঠের কাঁকুই আর যথাসর্বস্ব পুঁটুলীটা ভুলে ফেলে গেছে সে। বিমল আগের স্টেসনে গিয়ে ট্রেনটাকে ধরবে ঠিক করল। দিল জগদ্দলের ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে।

জগদ্দল নড়ল না। যে জগদ্দল এক পলকেই মত্তসিংহের মত গর্জন করে ওঠে, সে আজ ঘাপ্‌টী মেরে পড়ে রইল। শত চেষ্টার পর বিমল গেল ক্ষেপে। সেই বুনো রাগ। মারল লাথি। জগদ্দল জ্বলে উঠে নিভে গেল। ষ্টার্ট দিল বিমল। চলল জগদ্দল।

একটা সুবিসর্পিত চড়াই গোঁ গোঁ শব্দে পার হতে গিয়ে আজ অঘটন ঘটল। জগদ্দল ভেঙ্গে গেল। সে অভিমান করেছে।
বিমল ব্যাপারটা বুঝল।

ষ্ট্যাণ্ডে সেদিন সবাই দেখল ভাঙ্গা জগদ্দল নিয়ে বিমল ফিরছে। হাসি আর বিদ্রূপে জায়গাটা ভরে গেল।

জগদ্দলের সেবা আরম্ভ করল বিমল। ওকে রোগে ধরেছে—বিমল উন্মাদ হয়ে গেল। বেচে ফেলল তার যা কিছু ছিল সব। সর্বস্ব দিয়েও যদি এত দিনের বন্ধু খুসী হয়, সেরে ওঠে।

যেদিন প্রথম সে নিয়ে গেল ষ্ট্যাণ্ডে নতুন ঝক্‌ঝকে জগদ্দলকে, সেদিন সবার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। কামাল করেছে বিমল মিস্ত্রী, মোটর বিশারদ বটে।

বিমল কিন্তু টেনে টেনে হাসছে। সে বুঝেছে, জগদ্দলের একেবারে ভেতরে কিছু হয়েছে। ঘুণ যেন কুরে কুরে খেয়ে চলেছে জগদ্দলের হৃদপিণ্ড, একটা বড় অমঙ্গুলে শব্দ হচ্ছে।

—শহরের বাইরে একটা ঘাটের কাছে গিয়ে বিমল বেশ করে পরীক্ষা করে দেখল। বলল,—একবার চল্‌তো বাবা জগদ্দল, পক্ষীরাজের মত ছাড়্‌তো পাখা।—জগদ্দল চলে,—তবে বহু কষ্টে, কেশোরুগীর মত কাঁপতে কাঁপতে।

বিমল এঞ্জিনটা বন্ধ করে দিল।

ওর রাগ বারছে...সেই বুনো রাগ। যে রাগে ও দিগ্বিদিক জ্ঞান হারায়। মাথাটা খারাপই হয়ে গেল বোধ হয় সে রাগে।

বেছে বেছে বিরাট ক'টা পাথর টেনে এনে চাপাল জগদ্দলে। লোডের মত লোড্‌ দেওয়া হয়েছে বটে।...এইবার চরম পরীক্ষা!

ক্ষ্যাপা বিমল আর বুড়ো জগদ্দলের এ পরীক্ষায় কোন্ ফলাফল অপেক্ষা করে রয়েছে?

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।
ফোন : ৪৭-২৯০৩

23-5-58

তারাশঙ্করের

তিলোত্তমা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সত্যজিৎ রায়

শ্রেষ্ঠাংশে ছবি বিশ্বাস

সঙ্গীত ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ

অরোরা

নিবেদিত ও পরিবেশিত